122

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 12 JUL 1998 ... ...
পৃষ্ঠা .. ১ .. কলাম .. ২ ......

ঢাঃ বিঃ ভুয়া ভর্তি প্রসঙ্গ

তদন্ত কমিটির প্রধান এখনও জানেন না কি তদন্ত করতে হবে

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভুয়া ছাত্র ভর্তির বিষয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট দেয়ার কথা ছিল ৭ দিনের মধ্যে। কিন্তু ১৩ দিন পার হয়ে গেলেও তদন্ত শুরুই হয়নি। শুধু তাই নয়- ৩ সদস্যবিশিষ্ট এ কমিটির প্রধান ও অপর একজন সদস্য এখনো তদন্ত তো দূরের কথা, তাদের দায়িত্ব সম্পর্কেও কিছুই জানেন না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে দু' জন ভুয়া ছাত্র ভর্তির ঘটনা ধরা পড়ার পর কর্তৃপক্ষ বিষয়টি খতিয়ে দেখতে কমিটি গঠনের ঘোষণা দেন গত ২৯শে জুন।

গত ২৯শে জুন 'সংবাদ'-এ ভুয়া ভর্তি সংক্রান্ত একটি খবর প্রকাশিত হওয়ার পর

কমিটি ঃ পৃঃ ৮ কঃ ৬

কমিটি ঃ প্রধান জানেন না

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে ওই দিনই ৩ সদস্যবিশিষ্ট এ কমিটি করেন ভুয়া ছাত্ররা কিভাবে ভর্তি হলো এবং এর সাথে কারা জড়িত তা বের করার জন্য। এ কমিটি ৭ দিনের মধ্যে রিপোর্ট প্রকাশ করবে বলেও সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়া ওই দু' ছাত্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য কারণ দর্শাও নোটিশ দেয়ারও সিদ্ধান্ত হয়। তবে তাদের এ নোটিশ দেয়া হয়েছে কি না তা এখনো জানা যায়নি। কমিটির সদস্য ৩ জন হলেন সিন্ডিকেট সদস্য ও প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মোঃ শাহাদত আলী, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাহ মোঃ হাবিবুর রহমান ও রেজিষ্ট্রার মোঃ সেলিম।

গতকাল তদন্ত কমিটির প্রধান অধ্যাপক মোঃ শাহাদত আলীর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, তিনি এ যাবৎ কোন কাগজপত্র এবং লিখিত কোন দায়িত্ব পাননি। পত্রিকার মাধ্যমে তিনি বিষয়টি জানতে পেরেছেন। এজন্যে তিনি পত্রিকাও সংগ্রহ করেছেন নিজ উদ্যোগে। তিনি জানান, আমি এ ব্যাপারে যোগাযোগ করেছি তবে এখনো কিছুই পাইনি। তিনি বলেন, ঘরের ভূত আগে ধরা উচিত।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কমিটির আরেক সদস্য একই বক্তব্য দেন।

সূত্র জানায়, ভুয়া ভর্তির সঙ্গে রেজিস্টার্ড ভবনের কতিপয় কর্মচারী ও কর্মকর্তা জড়িত। তারা বিপুল অংকের টাকার বিনিময়ে প্রতিবছর ভুয়া ভর্তি করে থাকে। সূত্র আরো জানায়, এসব কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং একটি ছাত্র সংগঠনের কতিপয় নেতা ঘটনাটি ধামাচাপা দেয়ার জন্য জোর তৎপরতা চালাচ্ছে। এজন্যেই তদন্তের কোন অগ্রগতি হচ্ছে না।